প্রস্তাবনা

বাংলা গদ্যের বয়স প্রায় দু'শ বছর। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, মৃত্যুঞ্জয়-রামমোহন থেকে তার সূত্রপাত। যুক্তিশৃঙ্খলায়, কার্যকারণ পরম্পরায় নিয়ম-সংযমে বাঁধা শব্দচয়ন, পদবিন্যাস, রীতিপদ্ধতি মেনে চলে এমন গদ্যের পরিচয় উনিশ শতকের আগে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয়-রামমোহনই প্রাক্-প্রত্যুষের সূচক। এঁরা বাংলা গদ্যের দৃঢ়তা সঞ্চারের জন্য সংস্কৃত-শব্দের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পরেও যাঁরা বাংলা গদ্যনির্মাণে অগ্রণী হয়েছেন তাঁরা সকলেই অর্থাৎ অক্ষয়, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম তৎসম-তদ্ভব শব্দ, সন্ধি-সমাস, কৃৎ-তদ্ধিৎ-শতৃ-শানচ প্রত্যয় ইত্যাদি ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্যও এর প্রভাবমুক্ত নয়। তবে তাঁর ষাট বৎসরের বেশী সাহিত্যিক জীবনে সাধু গদ্যরীতিও ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছিল। এই সময় দেশী ও লৌকিক শব্দের ব্যবহার তাঁর গদ্যে লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সবুজপত্র' প্রকাশের পর তিনি পাকাপাকিভাবে চলিতরীতি গ্রহণ করেন। চলিত ভাষার সবচেয়ে সোচ্চার প্রবক্তা প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষা—কথ্য ভাষা থেকে দূরে সরে গিয়ে কৃত্রিম অ-সাধু ভাষা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই চলিত গদ্য প্রমথ চৌধুরীর এক দশক আগে স্বামী বিবেকানন্দের হাতে অন্যভাবে এসেছিল। বিবেকানন্দ প্রবর্তিত এই চলিত গদ্যের প্রকৃতি— প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের চলিত গদ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ স্বামী বিবেকানন্দ উনিশ শতকের শেষ দশকে গ্রহণ করেছিলেন, বিনয় সরকারের গদ্যরীতি তারও পরবর্তী ধাপ। কিন্তু গদ্যসাহিত্যের এই প্রবাহে বিনয় সরকার উপেক্ষিত।

বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ বিনয় সরকার জগদ্বিখ্যাত। মৌলিক গবেষণা তাঁর পর্বতপ্রমাণ। বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃতে তাঁর অসংখ্য পুস্তক ব্যতীত ফরাসী, জার্মানী ও ইতালীয় ভাষাতেও তাঁর রচনার সংখ্যা ছত্রিশ। বিদ্যার খুব কম বিভাগই আছে, যা তিনি গভীর ভাবে অনুশীলন করেননি। অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষা, শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি, ভাষাশিক্ষা, শিক্ষাবিজ্ঞান, ভ্রমণ সাহিত্য, অপরাধ বিজ্ঞান, সংখ্যাতত্ত্ব, ধর্ম, জীবনী, লোকসংস্কৃতি ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে অনুধ্যানের প্রতিফলন তাঁর অসংখ্য রচনাবলী। বহুধাবিস্তৃত তাঁর পান্ডিত্যে পাশ্চাত্যের সুধীবৃন্দও মুগ্ধ।

বর্তমান আলোচনা ও গবেষণার সাধ্য ও পরিসর কেবলমাত্র বিনয় সরকারের (কুমার শব্দটি তিনি নিজে পরিত্যাগ করায় আগ্রহী) বাংলা ভাষায় রচনা-প্রসঙ্গ। তাঁর বাংলা ভাষায় রচিত রচনাবলীর পৃষ্ঠা সংখ্যাই পনের হাজার।

বিনয় সরকারের সব গ্রন্থও আজ সুলভ নয়। সমস্ত রচনা-গ্রন্থ সন্ধানও এই গবেষণার বিষয়বস্তু। বিনয় সরকারের জীবন, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রনীতির ওপরে এ পর্যন্ত উল্লেখ্য রচনার মধ্যে শিবচন্দ্র দত্তের—Fundamental Problem and Leading Ideas in the Works of Prof. BenoyKumar Sarkar (1932), Conflicting Tendencies in Indian Economic Thought—Sarkarism in Indian Economics (1939), সুবোধকুমার ঘোষালের—Sankarism—The Ideas and Ideals of Benoy Sarkar on Man and his Conquests (1939), বাণেশ্বর দাস (সম্পাদিত)—The Social and Economic Ideas of Benoy sarkar (1939), নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর—Pragmatism and Pioneering in Benoy Sarkar's Sociology and Economics (1940), পঙ্কজকুমার মুখার্জির—The Economic Services of Zamindars to the Peasants and the Public as analysed by Prof. Benoy Sarkar (Calcutta), হরিদাস মুখোপাধ্যায়—Benoykumar Sarkar-A study (1953), অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের—Benoykumar Sarkar; The Theoritical Foundation of Indian Capitalism in the Bengali Intellectual Tradition from Rammohan Roy to Dhirendranath Sen (1979), ডঃ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—The Political Ideas of Benoykumar Sarkar (1984), ডঃ স্বপনকুমার ভট্টাচার্যের—Indian Sociology, The Role of Benoy Sarkar (1990), এবং বিনয় সরকারের সামগ্রিক রূপ ও স্বরূপ সম্পর্কে কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের—বিনয় সরকার (১৯৪১), প্রমথনাথ পালের—মহামনীষী বিনয়কুমার সরকার (১৯৭১) এবং ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ সম্পাদিত 'আচার্য বিনয়কুমার সরকার' (১৯৮৮) উল্লেখ্য কাজ। বাংলা গদ্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে 'বাংলা গদ্যে বিনয়কুমার সরকারের দান,' ডঃ শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ৪ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ও ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী রচিত 'আচার্য বিনয় সরকারের বাংলা

গদ্যশৈলী' (৫ পৃষ্ঠা) উল্লেখযোগ্য। এই দুটি প্রবন্ধে সাধারণভাবে বিনয় সরকারের শব্দচয়নের কথা উল্লিখিত।

বিনয় সরকারের রচনাবলীর ব্যাপক অনুসন্ধান ও আলোচনা এখনও যেহেতু হয়নি, তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কেন্দ্রিক বিনয় সরকারের রচনার পরিচয় ও মূল্যায়ণ তাঁর জন্ম-শতবর্ষোত্তর কালে বাঙালীর পক্ষে একান্ত জরুরী। এরই সঙ্গে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ধারায় তাঁর রচনাশৈলীর প্রকৃত মূল্যায়ণ আমার উদ্দিষ্ট।

সাধু ও চলিত গদ্য—এই দুই রীতির ঘোড়াতেই তিনি চড়েছেন। তাঁর রচনার সিংহভাগ অবশ্য সাধুভাষায় লেখা। এই ভষার প্রসাদগুণ, প্রাঞ্জলতা ও স্পষ্টবক্তৃত্ব (Clarity of thought বা ফরাসী ভাষায় lucidite francise) উল্লেখ্য।

চলিত ভাষায় গদ্য রচনায় তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারায় এ পর্যন্ত বিনয়সরকার-কেন্দ্রিক একটি বিশেষ অধ্যায় আজও অনালোচিত। বিনয় সরকারী স্টাইলিস্‌টিকস্‌-এর বিস্তৃত আলোচনায় তাঁর সঠিক মূল্যায়নের প্রয়াসই এই প্রকল্প (Hypothesis)। এই প্রকল্পে তিনি "নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান" ও একটি বিশিষ্ট ধারার যে আবিষ্কারক—তাও প্রতিষ্ঠা করা যায়।

ভাষাকে অন্তরঙ্গ করার জন্য বিনয় সরকার এমন কতগুলি শব্দ, Phrase, ইডিয়ম ব্যবহার করেন যা তাঁর পূর্বে অন্য কোন লেখক করেননি। ফলে তাঁর ভাষা অনেক বীর্যবান হয়ে উঠেছে—বাংলা সাহিত্যও এক নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে তাঁর গদ্যের, বিশেষত চলিত গদ্যের স্টাইলিস্‌টিকস্‌ আলোচিতব্য ঃ—

(ক) বিনয় সরকারী "ফ্রেজ" গুলি ব্যবহারে "Style is the man" বাক্যটির তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত।

(খ) শব্দপ্রয়োগ ও ইডিয়ম ব্যবহারে, আবেদন সৃষ্টিতে—সফলতা ও দুর্বলতা বিচার।

(গ) বাক্য বিন্যাস—(১) কিছু সাহিত্যধর্মী, (২) কিছু রচনাধর্মী (৩) বৈঠকী মেজাজের।

(ঘ) সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়া, যতি, অনুচ্ছেদ, প্রত্যয় ইত্যাদির সূক্ষ্ম সতর্ক বিশ্লেষণ।

(ঙ) বিশেষণ ব্যবহারে দক্ষতা।

(চ) Contextual use of words - এ বিনয় সরকারের অসাধারণ নৈপুণ্য।

(ছ) Diagram এবং Graph-এর মাধ্যমে তাঁর চলিত ভাষার Style বিচার।

(ঝ) সরকারী ভাষায় মর্টন-কথিত Dr. W.C. Wake আবিষ্কৃত 'Cumulative sum charts method'-এর ব্যবহার।

(ঞ) চলিত গদ্যের শব্দার্থতত্ত্ব

(ট) চলিত গদ্যের বাক্যবিন্যাস পদ্ধতি— গুরুচন্ডালি সমর্থন।

(ঠ) কথ্যভাষার বিশ্লেষণ।

বিনয় সরকারের চলিত গদ্যের প্রভাব পরবর্তীকালের লেখকদের উপরে কতখানি তা নিরূপণ করাও এ পর্বের লক্ষ্য।

মোট কথা, বিনয় সরকারের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও গদ্যভাষা একে অপরের পরিপূরক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জগতে চলিত গদ্যভাষার তিনি এক বিশিষ্ট স্রষ্টা বলেই তিনি বাংলা গদ্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।